উচ্চশিক্ষা ও বেকারত্ব

উচ্চশিক্ষা একটি জাতির অগ্রযাত্রার প্রধান স্তম্ভ, যা শুধু শিক্ষার্থীদের জ্ঞান ও দক্ষতার পরিধি সম্প্রসারণ করে না, বরং তাদের চেতনাকে আরও গভীর এবং বিস্তৃত করে তোলে। এই শিক্ষার আলোকবর্তিকা শিক্ষার্থীদেরকে গভীরতর জ্ঞানের প্রাঙ্গণে নিয়ে যায়, যেখানে তারা বিশেষজ্ঞের মডুকোঠায় বসবাসের অধিকার অর্জন করে এবং কর্মজগতে তাদের সঞ্চিত মেধা ও দক্ষতার দীপ্তি ছড়ড়য়ে দেয়। উচ্চশিক্ষার পবিত্র পথে গবেষণার স্ফুরণ ঘটে; সৃষ্টি হয় নতুন ভাবনা, নবপ্রযুক্তি যা জাতির অগ্রগতির চালিকাশক্তি হয়ে ওঠে। এই প্রজ্ঞা-সমৃদ্ধ জনশক্তি শুধু কর্মদক্ষতাই বৃদ্ধি করে না, বরং সামাজিক ন্যায় ও মানবাধিকারের ধারক হয়, সমাজের স্থিতিশীলতা রক্ষায় অবিচল ভূমিকা পালন করে।

অর্থনৈতিক বিকাশের উৎসাহকে কেন্দ্রীভূত করাই আজকের সময়ের অনিবার্য দাবি। শিল্প বিনিয়োগের অবকাঠামো সুসংহত করা এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি ব্যবসাকে উৎসাহিত করা উচিত যেন সমাজের প্রতিটি স্তরে স্বনির্ভরতার বীজ বপন করা যায়। শিক্ষা যেন শুধু সনদ অর্জনে সীমাবদ্ধ না থাকে, বরং তা হয়ে ওঠে জীবনোপযোগী দক্ষতার শক্তিশালী আধার।

উচ্চশিক্ষার লক্ষ্যে শুধু মানপত্রের জন্য দৌড় নয়, বরং দক্ষতা ও কর্মমুখী জ্ঞানের আলোকে শিক্ষার কার্যকারিতা প্রমাণ করাই আসল সার্থকতা। তরুণদের জন্য এই আলোকিত শিক্ষার পথ প্রস্তুত করা জরুরি, যা তাদের সত্যিকারের কর্মদক্ষ ও স্বনির্ভর জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করবে।

আতিয়া শারমিলা আঁখি

আখাউড়া-আগরতলা ট্রেন চালু হবে কি?

গত বছরের ডিসেম্বরে বাংলাদেশের আখাউড়া ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলার মধ্যে রেল সার্ভিস চালু হবার কথা ছিল কিন্তু হয়নি। ইতিমধ্যে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা অংশের রেলপথ নির্মাণের কাজ প্রায় শেষ। ১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের এই রেল লাইনের মধ্যে বাংলাদেশের অংশের ১০ কিলোমিটার রেলপথ নির্মাণেও যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। তবে এ রেলপথ স্থাপনে সম্পূর্ণ টাকা ভারত সরকার বহন করছে। বাংলাদেশ ও ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যের দীর্ঘদিনের দাবি ঢাকা হতে সরাসরি আগরতলা পর্যন্ত ট্রেন সার্ভিস চালু করা হউক। ইতিমধ্যে ঢাকা-আগরতলা সরাসরি বাস সার্ভিস চালু রয়েছে।

উভয় দেশের সরকার আখাউড়া আগরতলা রেলপথ প্রকল্পের উদ্বোধন করেছিলেন। তবে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর সম্ভবত: আখাউড়া–আগরতলা রেল সার্ভিস দ্রুত চালু করা সম্ভব হবে কিনা বলা দুস্কর। আগরতলা থেকে আখাউড়া পর্যন্ত রেল সার্ভিস চালু হওয়ার মাধ্যমে উভয় দেশের যাত্রী সাধারণের যাত্রা বা চলাচল হবে নিরাপদ ও আরামদায়ক এবং মালামাল পরিবহন ক্ষেত্রে অনেক সময় কম লাগবে। এ রুটে ট্রেন চালু হলে আগরতলা থেকে ঢাকা হয়ে কলিকাতার দূরত্ব ৫১৪ কিলোমিটার কমে আসবে। বর্তমানে আগরতলা কলিকাতা রুটের দুরত্ব ১৬১৫ কিলোমিটার।

দু'দেশের মানুষ আরও কাছাকাছি আসার সুযোগ পাবে। মৈত্রীর নূতন দুয়ার খুলবে আখাউড়া-আগরতলা রেল ষ্টেশন।

মাহবুবউদ্দিন চৌধুরী